জান্নাতের মূল্য

26-January-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة

যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো।

(জামউল জাওয়ামে লিস সূয়ুতী, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হচ্ছে "জান্নাতের মূল্য" জান্নাতের মহল কিভাবে লাভ হবে? মীমাংসা সম্পর্কে আয়াতে মোবারকা ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী, জান্নাতের সৌন্দর্য, অসন্তুষ্ট ব্যক্তি কিভাবে সন্তুষ্ট হলো, নেকীর দাওয়াত দেয়ার উপকারীতা, লজ্জাশীল ব্যক্তি কিভাবে আল্লাহ ওয়ালা হয়, কোন কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, আল্লাহ পাকের অলীদের নামাযের প্রতি ভালবাসার ঘটনাবলী আর তাছাড়া অনেক বিষয়াদী বর্ণনা করা হবে। হায়! আমাদের যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে শ্রবণ করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ পাক মীমাংসা করাবেন

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একদিন প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরিফ নিয়ে আসতেই মুচকি হেসে উঠলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আবেদন করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান! আপনি কেন মুচকি হাসলেন: ইরশাদ করলেন: আমার দুজন উম্মত আল্লাহ পাকের দরবারে দু'যানু হয়ে বসে পড়বে, একজন বলবে: হে আমার প্রতিপালক! এর কাছ থেকে আমার ন্যায় বিচার আদায় করিয়ে দাও কারণ সে আমার উপর জুলুম করেছিলো। আল্লাহ পাক দাবীদারকে ইরশাদ করবেন: এখন এই বেচারা (অর্থাৎ যার প্রতি দাবী করা হয়েছে সেই ব্যক্তি) কি করবে, তার কাছে তো এখন কোন নেকী নেই। মজলুম আরয করবে: আমার গুনাহ তার দায়িত্বে দিয়ে দাও। এতটুকু আরয করার পর রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কান্না করতে করতে ইরশাদ করলেন: সেই দিন খুবই মহান দিন হবে, কেননা কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই এই বিষয়ের মুখাপেক্ষী হবে যে, তার বোঝা যেনো হালকা হয়। আল্লাহ পাক মজলুমকে (দাবীদার) ইরশাদ করবেন: দেখো তোমার সামনে কি? সেই ব্যক্তি আরয করবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সামনে স্বর্ণের অনেক বড় শহর ও বড় বড় প্রাসাদ দেখছি যা মুক্তা দিয়ে সজ্জিত, এই শহর ও দামী প্রাসাদ গুলো কি কোন পয়গম্বরের জন্য নাকি সিদ্দীক নাকি শহীদদের জন্য? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: এটা তার জন্য যে, এর মূল্য পরিশোধ করতে পারবে? সে ব্যক্তি আরয করবে: এর মূল্য কে পরিশোধ করতে পারে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: তুমি এর মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। সেই ব্যক্তি আরয করবে কিভাবে? আল্লাহ পাক

ইরশাদ করবেন: এভাবে তুমি তোমার ভাইয়ের হক ক্ষমা করে দাও: বান্দা আরয করবে: হে আল্লাহ পাক! আমি সব হক ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: তুমি তোমার ভাইয়ের হাত ধরো আর উভয়ে একসাথে জান্নাতে চলে যাও। অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দাও, কেননা আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবেন। **(মুস্তাদরিক, ৫/৭৯৫, হাদীস: ৮৭৫৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে: আসুন! কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে শ্রবণ করি:

(১) কিয়ামত এখনো কায়েম হয়নি, হাশরের ময়দানের বিষয়, বান্দার হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান ফয়সালার সময়ও এখনো আসেনি, তবে কুরবান হয়ে যান! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের পূর্বেই কিয়ামতের দিন সংগঠিত ঘটনাবলী কেবল দেখেন নি বরং সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সামনে তা প্রকাশও করেছেন।

(২) বান্দার দাবীর বিষয় অনেক ভয়ংকর কারণ কিয়ামতের দিন এক বান্দা তার প্রাপ্য লাভ করার জন্য অন্য বান্দার বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের দরবারে দাবী করবে। আফসোস! এখন এমন মনে হয় যে দ্বীন থেকে দূরত্ব ও আমলহীনের কারণে বান্দার অধিকারের বিষয়াবলীকে অনেক হালকা মনে করেছে, যেমন অনেক মালিক শ্রমিকদের **(Workers)** হক আদায় করছে না, আবার কখনো শ্রমিকরা মালিকের জিনিস পত্রের ক্ষতি করে তাদের হক নষ্ট করছে, কখনো পিতামাতা

সন্তানদের তাদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে একমত হয় না, কখনো সন্তান মাতাপিতার অধিকার হরণ করে থাকে, কখনো স্ত্রী তার স্বামীর হক প্রদানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা প্রদর্শন করে, আবার কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর হক আদায় করা থেকে বিরত থাকে। কখনো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে হক আদায় নিয়ে বছরের পর লড়াই চলছে কোন কোন সময় প্রতিবেশীর অধিকারকে অবহেলা করা হচ্ছে।

মনে রাখবেন! যদি দুনিয়াতে কেউ কারো হক নষ্ট করে তবে তা এখানে আদায় করা বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ, না হয় আখিরাতে কঠিন লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে।

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই হকদারকে তার হক সৌপর্দ করে দিবে, এমনকি শিং বিহীন ছাগলের শিং বিশিষ্ট ছাগল থেকে প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে। **(মুসলিম, ১০৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৮)** অর্থাৎ তোমরা যদি দুনিয়াতে লোকদের হক আদায় না করো তাহলে প্রতিটি হক কিয়ামতের দিন আদায় করতে হবে, এই দুনিয়াতে সম্পদ দিয়ে আর আখিরাতে আমল দিয়ে, তাই উত্তম কাজ হলো তাদের এই দুনিয়াতে পরিশোধ করা অন্যথায় আপনাকে আফসোস করতে হবে।

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: পশুরা যদিও শরয়ী বিধানের আওতাধীন নয় কিন্তু বান্দার হক (পস্পরের হক) পশুদেরও আদায় করতে হবে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৬৭৪)**

হে আশিকানে রাসূল! পশুদের পরস্পরের বিষয়াদী কিভাবে হবে? আসুন! শ্রবণ করি মুফতি সাহেব কি বলেন: দুনিয়াতে যদি শিং বিশিষ্ট ছাগল শিং বিহীন ছাগলকে আঘাত করে, তাহলে কিয়ামতের দিন শিং

বিহীন ছাগলকে শিং বিশিষ্ট ছাগলের শিং গুলো দেয়া হবে। তখন সে ছাগল তার কাছ থেকে বদলা নিতে গিয়ে শিং দিয়ে আঘাত করবে।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৬/ ৬৭৪)

(৩) পরস্পরের সাথে মিলেমিশে থাকাটা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয় কারণ আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনও তাঁর বান্দাদের মাঝে আপোষ করিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন ✶ তাই আমরা যদি আল্লাহ পাক ও নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্টি করতে চাই, ✶ সমাজকে শান্তিপূর্ণ (**Peaceful**) দেখতে চাই, ✶ ভালোবাসা বিবরণ করতে চাই, ✶ জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই, ✶ জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করতে চাই, কিয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদের উচিত পরস্পরের মাঝে আপোষ করার অভ্যাস গড়ে তোলা। আর জান্নাতের অধিকারীদের এই অভ্যাসটি ব্যাপকহারে করা উচিত সাহস করুন ও নিজের স্বার্থে সংগঠিত ঝগড়া-বিবাদ থেকে দ্রুত মুসলমানের সাথে আপোষ করে নিন। যদিও আপনি বড় হন, যদিও দোষ আপনার নয়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এমন আপোষ করা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং আল্লাহ পাক কুরআনে করীমেও আপোষ করার নির্দেশ দিয়েছেন: যেমন পারা ২৬ সূরা হুজরাত আয়াত ১০ ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৭, সূরা হুজরাত, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং আপন দু’ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।

অনুরূপ হাদীসে মোবারাকাতেও আপোষ করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

রোযা, নামায ও সদকা থেকে উত্তম আমল

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদেরকে রোযা, নামায ও সদকা থেকে উত্তম আমলের কথা বলবো না? সাহাবাগণ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অবশ্যই বলুন: ইরশাদ করলেন: সেই আমল হলো পরস্পর মতবিরোধীদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেয়া, কেননা মতবিরোধ কারীদের মাঝে হওয়া ফ্যাসাদ কল্যাণকে দূরীভূত করে দেয়। **(আবু দাউদ, ৩/ ৩৬৫, হাদীস: ৩৯১৯)**

মনে রাখবেন! মুসলমানের মাঝে ঐ মীমাংসাটা করা ও করানো জায়েয, যা শরীয়াতের আওতাধীন থাকবে। অন্যথায় এমন আপোষ যা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে দেয় তা জায়েয নেই, যেমনি ভাবে হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের মাঝে মীমাংসা করা জায়েয কিন্তু ঐ মীমাংসা (জায়েয নয়) যা হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করে দেয়। **(আবু দাউদ, ৩/ ৩২৫, হাদীস: ৩৫৯৩)**

আসুন! এধরণের কিছু উদাহরণ শ্রবণ করি: যেমন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এভাবে মীমাংসা করানো হয় স্বামী এই মহিলার সতীনের কাছে যাবে না। এমন আপোষ করানো ঠিক নয়। ঋণ গ্রস্থ মুসলমান তার পাওনাদারকে সুদ পরিশোধ করবে (এমন আপোষ করা ঠিক নয়) **(মিরআতুল মানাজিহ, ৪/ ৩০৩)** অনুরূপভাবে স্ত্রীকে ৩ তালাক দেয়ার পর স্বামী ও স্ত্রীকে এটা বলা যে, আরে কোন সমস্যা নেই, তোমাদের মাঝে যে ভুল হয়েছে আল্লাহ

পাক ক্ষমা করে দিবেন, এজন্য তোমরা এখন নিজেদের মাঝে আপোষ করে নাও, অথচ ৩ তালাক দেয়ার পর স্ত্রী নিজ স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে আর কেবল মীমাংসা করে দেয়া এটা হারাম। যদি ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে ঋণ গ্রহীতা অতিরিক্ত সময়ের জন্য জরিমানা আদায় করে, এমন মীমাংসা করা ঠিক নয়। কারো কাছ থেকে এই বিষয়ের প্রতি মীমাংসা করা যাতে সেই তার আপন ভাই বা বোন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, এমন মীমাংসা ঠিক নয়। নিজের বন্ধুকে অপারগ করা যে, আমার সাথে মীমাংসা করতে চাইলে অমুক সিনেমা বা গান শুনা কিংবা দেখতে হবে, এমন মীমাংসা করানো সঠিক নয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ উদাহরণ থেকে জানা গেলো! মীমাংসা ব্যক্তিগত অধিকারে হয়ে থাকে, শরীয়াত বিরোধী কাজে মীমাংসা জায়েয নেই। আল্লাহ পাক ও নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতায় না কোন সৃষ্টিকুলের আনুগত্য আছে, আর না মুদাহানাত (অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে সাহসিকতার) অনুমতি রয়েছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: لَاطَاعَةَ فِيْ مَعصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعرُوْف অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য জায়েয নেই, আনুগত্য কেবল নেকীর কাজে রয়েছে।

(মুসলিম, ৭৮৯, হাদীস: ৪৭৬৫)

মীমাংসার মধ্যে এই বিষয়গুলো মনে রাখা জরুরী যে, অবাধ্যতার কাজে কোন আপোষ হবে না, যেমন: বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে বাচ্চারা খুব জোর করে ধরলো যে, বিয়েতে নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের অনুষ্ঠান হওয়া চাই। এখন পিতামাতা বাচ্চাদের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলো যে, ইসলামে আপোষের বড়ই গুরুত্ব রয়েছে, এই জন্য আমরা

www.dawateislami.net

বাচ্চাদের কথা মেনে নিয়েছি। এই ধরণের আপোষ নাজায়েয, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মীমাংসার উপকারীতা

আল্লাহ পাক আমাদেরকে শরীয়াতের দাবী অনুযায়ী মীমাংসা করার সামর্থ্য দান করুন। মনে রাখবেন! মীমাংসা করা একটি উত্তম কাজ। মীমাংসার ফলে আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কবরের ধাপগুলো সহজ হয়ে যায় আখিরাতের গন্তব্য সহজ হয়ে যায়, জান্নাতের নিকটতম হয়ে যায়, জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, বান্দার সুনাম হয়, ভালোবাসার অনুপ্রেরণা জাগে, ঘৃণা দূরীভূত হয়ে যায়, শয়তান লাঞ্চিত ও অপদস্ত হয়, ফাটল কৃত পরিবারের অসন্তুষ্টি দূর হয়, আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়, অশান্তি ও টেনশন দূর হয়ে যায়। মোট কথা মীমাংসা করার অনেক উপকারীতা রয়েছে।

আফসোস! এতো উপকারের পরও কতিপয় লোক মীমাংসা থেকে দূরে সরে গিয়ে দূরত্ব বাড়ায়, অবশ্যই এর মূল কারণ হচ্ছে ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকা, এই সুযোগে শয়তানও তার জাল বিছিয়ে মানুষকে মীমাংসা থেকে দূরে রাখে এবং শত্রুতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করে। আমাদের সাহস করা উচিত ও মীমাংসা করা দ্বীন-দুনিয়ার উপকার অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। মীমাংসার ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন? আসুন! এর একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

ভাইয়ের আগে জান্নাতে না যাওয়ার ইচ্ছা

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য তিন রাতের বেশি তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয় আর প্রথমে মীমাংসাকারী জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করবে। হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি জানতে পারলাম যে, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا উভয়ের মাঝে কোন বিষয়ের কারণে কথাবার্তা বন্ধ ছিলো তখন হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললাম: মানুষ আপনাদের উভয়কে ইমাম মনে করে, আপনারা নিজেদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না, আপনার ভাইয়ের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলুন, কেননা বয়সে আপনি তার ছোট। এর ভিত্তিতে হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি যদি হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এই বাণী না শুনতাম "মীমাংসাকারী আগে জান্নাতে যাবে" তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর খিতমতে উপস্থিত হতাম কিন্তু আমি এটা চাই না যে, আমি তাঁর আগে জান্নাতে চলে যাবো। হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই আন্তরিক আগ্রহের কথা শুনে আমি হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাছে গেলাম আর তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম তখন হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "صَدَقَ اَخِیۡ" অর্থাৎ আমার ভাই সত্য বলেছেন। "অতঃপর দাঁড়ালেন ও আপন ভাই হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে কথাবার্তা বললেন এভাবে উভয়ের মাঝে মীমাংসা হয়ে গেলো।

(যাখায়িরুল উকবা, ২৩৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর ঘটনা থেকে শিখার জন্য অনেক কিছু রয়েছে।

আমরা কেন মীসাংসা করি না:

আমরা চিন্তা করি! আমরা মীমাংসার দিকে কেন অগ্রসর হই না "আগে মীমাংসা করার মধ্যে আমরা কেন মানসিকতা তৈরী করি না? আপনি কি এটা জানেন না যে, এটা আপনার সম্মানের ক্ষতি করছে, সামনের ব্যক্তি মীমাংসা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আর আমার **(Mood Off)** হওয়ার কারণে হাত পিছে যাচ্ছে বরং চেহারাই অন্য দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছি, এমন করা ভালো নয়। আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের জন্য সাহস করি এবং সাওয়াব অর্জন করার এই সুযোগকে হাত ছাড়া হতে না দিই।

নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান কতইনা উচ্চ ও মহান আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক সমাবেশে আপন গোলামদেরকে কেমন সুন্দর ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন! আসুন! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি!

রাসূলে করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী হায়াত থেকে ওফাতের সময় জনসমাবেশে ঘোষণা করলেন: আমার কাছে যদি কারো ঋণ থেকে থাকে, যদি আমি কারো প্রাণ-সম্পদ ও সম্মানের ক্ষতি করে থাকি, তবে আমার প্রাণ ও সম্পদ, ও সম্মান বিদ্যমান, এই দুনিয়াতে প্রতিশোধ নিয়ে নাও। তোমাদের মধ্যে হতে কেউ যেনো এই ধারণা না করে যে, যদি কেউ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলে আমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবো এটা আমার শান নই। আমার এই বিষয়টি পছন্দ যে, যদি কারো হক থাকলে আমার কাছ থেকে উসূল করে নিবে বা ক্ষমা করে দিবে। অতঃপর বললেন: হে লোকেরা! যে ব্যক্তির উপর কোন হক থাকে তার উচিত সেই যেনো আদায় করে দেয় এবং এই ধারণা যেনো না করে যে, লজ্জিত হবে! এজন্য

দুনিয়ার লাঞ্ছনা আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে অনেক সহজ।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৮/ ৩২৩)

মীমাংসা না করার বিভিন্ন ক্ষতি

মনে রাখবেন! মীমাংসা না করলে কেবল দুনিয়াতে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কে সমস্যা হয় না! বরং সাথে সাথে যে ব্যক্তি আপোষ করে না, সে মানুষের চোখে পড়ে, আপোষ থেকে বঞ্চিতকারীকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। আপোষ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে কেউ সাহায্য করে না। কোনো সুখ-দুঃখের সময় আপোষ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে সঙ্গ দেয়ার সংখ্যা কমে যায়। অনুরূপ ভাবে আপোষ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি আখিরাতেও উপকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আপোষ নিজের মধ্যে কি কি নিয়ে আসে?

আপোষের বরকতে বিনয় অর্জিত হয়। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

(মুসলিম, ১০৭১, হাদীস: ৬৫৯২)

আপোষের বরকতে হিংসা দূর হয়ে যায়, আপোষের বরকতে ঘৃণা ভালবাসায় পরিণত হয়, হায়! একে অপরকে ক্ষমা করার চিন্তা-ভাবনা হয়ে যেতো, মীমাংসা না করার ফলে নিজেও অপরিচিত হয়ে যায় অথচ মীমাংসা দ্বারা, একে অপরকে ক্ষমা করার বরকতে অপরিচিতও আপন হয়ে যায়। যেমনিভাবে,

কোনো শহরে বড় রাতের ইজতিমায় দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত কোনো এক ইসলামী ভাই বসা ছিলো, কোনো এক নতুন ইসলামী

ভাই (যিনি এখনো দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত নয়) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার হাতের উপর পায়ের পারা পড়লো যার কারণে তার হাতে ব্যথা পেলো, কিন্তু যার কারণে কষ্ট পেয়েছিলো উল্টো সেই ব্যক্তি আগে থেকে রাগান্বিত হয়ে বললেন চোখে দেখেন না? এর পরিবর্তে সেই ইসলামী ভাই যিনি কষ্ট পেয়েছিলো সেই সাথে সাথে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলো, যার কারণে প্রভাবিত হয়ে সেইও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

এভাবে কোনো এক শহরে ইসলামী ভাই জুতার ব্যবস্যা করতেন, জমজমাট বাজারে কেনো বৃদ্ধা মহিলা কোনো কথার মধ্যে তাকে মন্দ বললো, সেই আশিকানে রাসূল ঐ মহিলাকে উল্টো-পাল্টা বলার পরিবর্তে তাকে দোয়া করা আরম্ভ করলেন, আম্মা! আল্লাহ পাক আপনাকে হজ্ব করার তৌফিক দান করুক, আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কা শরীফ যিয়ারত করার তৌফিক দান করুক, আল্লাহ পাক আপনাকে মদীনা দেখার তৌফিক দান করুক, আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করুক। কিছু সময় মাত্র অতিবাহিত হলো সেই বৃদ্ধা মহিলাটি যিনি একটু আগে জমজমাট বাজারে এই আশিককে মন্দ বলেছিলো, সেই হাতে একটি ফল নিয়ে আসলো আর বললো: বৎস! এই ফলটি নাও। সেই ইসলামী ভাই বললো: আম্মা! এটা কি? এই মাত্র একটু আগে আপনি আমাকে মন্দ বলেছিলেন আবার এখন ফলও দিচ্ছেন, বৃদ্ধা মহিলা উত্তর দিলো: বৎস! আমি তোমাকে মন্দ কথা বলেছি আর তুমি আমাকে দোয়া করেছো, আমার অনেক লজ্জা হলো এই জন্য তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এসেছি আর তোমার জন্য এই উপহার নিয়ে আসলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো “ফজরের জন্য জাগিয়ে দেয়া”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মীমাংসা ও এর মতো জান্নাতে নিয়ে যাওয়া আমলের ব্যাপারে জানতে এবং এ আমল গুলোর উপর আমল করে ঈমানের নিরাপত্তা পেতে এবং অন্তর ও দৃষ্টির পবিত্রতা বৃদ্ধি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অগ্রসর হয়ে অংশ গ্রহণ করুন। এই দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হলো “ফজরের জন্য জাগানো। এই দ্বীনি কাজের একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। এটি অধ্যয়ন করুন এবং তার মধ্যে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী এ দ্বীনি কাজকে সামনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করুন।

✤ اَلْحَمْدُ لِله “ফজরের জন্য জাগানোর” বরকতে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জন হতে পারে। ✤ নামাযের হেফাযত হয় ✤ মসজিদের প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে ফজরের নামায আদায় করতে পারবেন। ✤ “নেকীর দাওয়াত” দেয়ার সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। ✤ দাওয়াতে ইসলামীর সুনাম হবে। ✤ ফজরের জন্য জাগানো ব্যক্তিরা বার বার মুসলমানের হজ্জ করা ও প্রিয় মদীনা দেখার দোয়া করে, চাইলে এই দোয়া আল্লাহ পাক তার হকেও কবুল হয়ে যাবে। ✤ ফজরের জন্য জাগানো “ চলা-ফেরার বরকতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। ✤ মুসলমানকে ফজরের জন্য জাগানো সুন্নাতে মুস্তফা, মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযে জাগানো ফারুকে আযমেরও সুন্নাত, যেমনিভাবে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ফজরের নামাযের জন্য লোকদেরকে জাগাতে জাগাতে মসজিদে যেতেন। **(তবকাতে কুবরা, ৩/২৬৩)**

হে আশিকানে রাসূল! আমরা জান্নাতী মহলের মূল্য সম্পর্কে শ্রবণ করছি। আসুন! জান্নাতের কিছু ঈমান সতেজকারী ঝলক লক্ষ্য করি।

জান্নাতের দৃশ্য

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত প্রসিদ্ধ কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" ২য় অধ্যায় "গীবত কি তবাকারীয়া" এর ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: ✶ যদি জান্নাতের কোন নখ পরিমাণ বস্তু দুনিয়াতে প্রকাশ হয় তাহলে আসমান ও যমিন তা দ্বারা সজ্জিত হয়ে যাবে। ✶ যদি জান্নাতের অলংকার প্রকাশ হয় তাহলে এর রশ্মি, সূর্যের আলোকে হার মানিয়ে দিবে যেভাবে সূর্য তারকার আলোকে মলিন করে দেয় ✶ জান্নাতের এতোটুকু স্থান যার মধ্যে চাবুক, রাখতে পারবে সেটা দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম, জান্নাতের দেয়াল স্বর্ণ ও রূপার ইট আর মুশকের দ্বারা তৈরী ✶ জান্নাতীদের প্রত্যেক প্রকারের সুস্বাদু খাদ্য পাবে, যা চাইবে সাথে সাথে সামনে এসে যাবে ✶ যদি কোন পাখিকে দেখে তার মাংস খাওয়ার মন চাইবে সেই সময় ভূনা হয়ে তার কাছে এসে যাবে ✶ যদি পানি পান করার ইচ্ছা হয় তখন পান পাত্র নিজেই হাতে এসে যাবে ✶ তাতে সে অনুযায়ী পানি, দুধ, শরাব, মধু থাকবে তার ইচ্ছা থেকে এক ফোটাও কম-বেশী হবে না, পান করার পর পান পাত্রটি নিজে নিজেই যেখান থেকে এসেছে সেখানে চলে যাবে। ✶ সেখানের শরাব দুনিয়ার শরাবের মতো নয়, যাতে দূর্গন্ধ ও তিক্ততা আর নেশা হয়ে থাকে আর পানকারী বিবেকহীন হয়ে যায়, নেশাগ্রস্থ হয়ে অহেতুক বকতে থাকে। সেই পবিত্র শরাব এসব থেকে একেবারে পবিত্র সেখানে অপবিত্র, নোংরা,

পায়খানা, প্রশ্রাব, থুথু, শ্লেষ্মা মল, কানের ময়লা, একেবারে থাকবে না ✶ একটি সুঘ্রাণ যুক্ত ডেকুর আসবে, সুঘ্রাণ যুক্ত ঘাম বের হবে, ✶ খাদ্য সব হজম হয়ে যাবে, ✶ ডেকুর ও ঘাম থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণ বের হবে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সর্বদা মুখ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত তাসবিহ ও তাকবির অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সেবায় কমপক্ষে দশহাজার সেবক দাঁড়িয়ে থাকবে, প্রত্যেক খাদেমের এক হাতে একটি করে রূপার পাত্র থাকবে আরেক হাতে স্বর্ণের এবং প্রত্যেক পাত্রের মধ্যে নতুন রঙের নেয়ামত থাকবে, যতো খাবেন ততোই স্বাদে কমতি হবে না বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেক লোকমাতে ৭০ রকমের স্বাদ পাবে, একটির স্বাদ অন্যটির স্বাদ থেকে ভিন্ন হবে, সেই স্বাদগুলো একই সাথে অনুভব করবে, এক স্বাদের অনুভূতি অন্য স্বাদকে বাঁধা দিবে না ✶ জান্নাতবাসীদের না পোশাক পুরাতন হবে, না তাদের যৌবন নষ্ট হবে ✶ জান্নাতের কাপড় যদি দুনিয়াতে কেউ পরিধান করে, যে কাপড় দেখবে সেই অজ্ঞান হয়ে যাবে, আর লোকদের দৃষ্টি তা সহ্য করতে পারবে না ✶ কোনো হুর যদি সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে তার থুথুর মিষ্টতার কারণে সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: যদি জান্নাতের মহিলা সাত সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে তখন সেই সমুদ্র মধুর চেয়েও বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে ✶ মাথার চুল ও পলক, আর ভ্রু ছাড়া জান্নাতীর শরীরে কোথাও সম্পদ থাকবে না, সবাই দাঁড়ি বিহীন হবে, চোখে সূরমা লাগানো থাকবে, ত্রিশ ৩০ **(Thirty years)** বছরের মতো মনে হবে। এর চেয়ে বেশি মনে হবে না ✶ অতঃপর লোকেরা আল্লাহর নির্দেশে একটি বাজারে যাবে যেটা ফেরেশতা দ্বারা পরিবেষ্টিত, তার মধ্যে ঐ সকল জিনিস থাকবে এর উদাহরণ তারা না কখনো দেখেছে আর না কখনো কানে শুনেছে, না

অন্তরে এর কল্পনা করেছে। তার মধ্যে যা চাইবে তার সাথে তা চলে যাবে ও ক্রয় বিক্রয় হবে না ✷ জান্নাতবাসী সেই বাজারটিতে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করবে, নিম্ন মর্যাদাবান লোকেরা উচ্চ মর্যাদাবান লোকদেরকে দেখবে, এর পোশাক পছন্দ করবে, এমনকি আলাপ-আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই ভাববে "আমার পোশাক এর চেয়েও ভালো" আর এটা এই কারণে হবে যে জান্নাতে কারো কষ্ট হবে না ✷ জান্নাতবাসী পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তখন একজনের আসন অন্য জনের নিকট চলে যাবে ✷ তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহ পাকের দয়ায় সকাল সন্ধ্যায় দীদার লাভে ধন্য হবে ✷ যখন জান্নাতবাসীকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আল্লাহ পাক তখন তাদের ইরশাদ করবেন: তোমরা কি আর কিছু চাও যা আমি তোমাদেরকে দিবো? আরয করবে: তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছো, জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছো, দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছো। সেই সময় পর্দা উঠে যাবে যা সৃষ্টির মাঝে ছিলো তখন আল্লাহ পাকের দীদারের চেয়েও বড় কিছু তারা পাবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله আপনারা শুনলেন তো! জান্নাত কতই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর এবং এতে আল্লাহ পাক কতো মহান নেয়ামত রেখেছেন, তাই আমরাও যদি জান্নাতের এই মহান নেয়ামতের অংশ পেতে চাই, আর আমাদের শেষ ঠিকানা জান্নাত হোক এটা চাই, তাহলে আমাদের জীবদ্দশায় জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল করতে হবে। একটি আমল তো আপনারা শুনলেন যে, মীমাংসা করানো জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো

কাজ। আসুন! জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মত কিছু আমলের ব্যাপারে আমরা শ্রবণ করি। এখানে এই বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে রাখবেন যে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমান আনার সাথে সাথে উত্তম আমল হওয়াও অনেক জরুরী। কুরআনে করীমে প্রায় ৫৬ থেকে অধিক স্থানে নেক ও উত্তম আমলের আলোচনা করা হয়েছে। কতিপয় নেক আমল সম্পর্কে লক্ষ্য করুন: নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া, হজ্ব করা, অধিক হারে নফল আদয় করা, সত্য বলা, মুসলমানকে খাবার খাওয়ানো, সদাচরণ করা, ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, একে অপরের হক আদয় করা ইত্যাদি।

সমবেদনা জ্ঞাপন করা

সবেদনা অর্থাৎ মুসিবতগ্রস্থ মানুষকে ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা উপদেশ একটি অনেক প্রিয় ও জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, তাই হযরত জাবের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে আল্লাহ পাক তাকে তাকওয়ার পোশাক পরিধান করাবেন আর রূহ সমূহের মাঝে তার রূহের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করবে এবং যে কোন বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে এমন দু'টি জোড়া পরিধান করাবেন, যার মূল্য দুনিয়াতেও হতে পারে না। **(মুজামুল আউসাত, ৬/ ৪২৯, হাদীস: ৯২৯২)**

তাই আমাদেরও উচিত, মুসলমানের সমবেদনা জ্ঞাপন করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো এই আমলকে নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং এর বরকত অর্জন করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেক আমলের পুস্তিকাতেও মুসলমানের

সমবেদনা ও কুশল বিনিময় করা সম্বলিত একটি আমলও অন্তর্ভূক্ত, যেমন নেক আমল নং ৬১: এই সপ্তাহে কি কম পক্ষে একজন অসুস্থ বা অসহায় ব্যক্তির ঘরে বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নাত অনুযায়ী সেবা-শুশ্রুষা অথবা নিকটাত্মীয়ের ইন্তেকালে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন? (রুহানী চিকিৎসা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে সাওয়াব অর্জন করুন।)

আসুন এ সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শ্রবণ করি,

অসন্তুষ্ট হওয়া ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে গেলো

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: অনেক সময় ধৈর্য ও সমবেদনার উপকারীতা দুনিয়াতেও প্রকাশিত হয়, যেমনিভাবে এটা ঐ সময়ের কথা যে সময় নূর মসজিদ গাজী বাজারে আমি ইমামতি করতাম, একজন ইসলামী ভাই প্রথমে আমার কাছাকাছি থাকতো অতঃপর দূরে দূরে থাকতে লাগলো আমার জানা ছিলো না, একদিন ফজরের পর তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ (**Death**) পেলাম সাথে সাথে তার ঘরে পৌঁছলাম, এখনো মৃতকে গোসলও দেয়নি, দোয়া ফাতিহা পাঠ করলাম আর ফিরে আসলাম, জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করে সাথে কবরস্থানে গেলাম কাফন দাফন করলাম, এর অকল্পনীয় উপকার পেলাম অতএব সেই ইসলামী ভাই নিজেই প্রকাশ করলেন যে, আমাকে আপনার সম্পর্কে একজন মন্দ বলেছিলো, তার কথায় আপনার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম এবং এত দূরে সরে গিয়েছি যে, আপনি আসতে দেখলে আমি আড়াল হয়ে যেতাম, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুতে আপনার সহানুভূতির ধরণ আমার অন্তর পরিবর্তন করে দিলো, যে মানুষটা আপনার কাছ থেকে

দূরে সরিয়েছে সেই আমার পিতার জানাযাতে পর্যন্ত আসেনি, এই ঘটনাটি ৩৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো সেই ইসলামী ভাই এখনও পর্যন্ত অনেক ভালোবাসে, অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে সাংগঠনিক ভাবে কাজও করেন, দাঁড়িও সাজালেন, অন্যান্য ভাই ও পরিবারের অনেক সদস্য আত্তারী, ছোট ভাই দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদার, আর বড় ভাইও পাগড়ী ওয়ালা ছিলো।

(ফয়যানে বাবা ভূল্লে শাহ, ৪৩ পৃষ্ঠা)

মাদানী মুযাকারা বিভাগ

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানের সমবেদনা জ্ঞাপন করার ধরণ কি সুন্দর, এই জন্য আমরা যদি চাই মুসলমানের কল্যাণ কামনার স্পৃহা আমাদের নসীব হয়ে যায় তাহলে আমাদের উচিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যয়ন করা, এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনি থেকে ফয়েয লাভের জন্য নিজের কাজ কর্ম থেকে সময় বের করে নিয়মিত সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা শ্রবণ করার অভ্যাস করুন। اَلْحَمْدُ لِله আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ৮০টিরও অধিক বিভাগের মধ্যে হতে একটি হলো "মাদানী মুযাকারা বিভাগ"। اَلْحَمْدُ لِله আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "(অগণিত জ্ঞান ভান্ডারের সমষ্টি," যা অর্জনের মাধ্যম হলো প্রশ্ন") কথাকে কাজে লাগাতে গিয়ে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শুরু করলেন যেটাকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে "মাদানী মুযাকারা" বলা হয়ে থাকে। আশিকানে রাসূলগণ মাদানী মুযাকারাতে আকিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলি, শরয়ীত ও তরিকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নীতিশাস্ত্র ও ইসলামী জ্ঞান, অর্থনৈতিক,

সমাজিক ও সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে জানা এবং অন্যান্য বিষয় **Topics** সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত তাদেরকে হিকমত পূর্ণ ও ইশ্‌কে রাসূলে পরিপূর্ণ থাকার মতো উত্তর দিয়ে ধন্য করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه "মাদানী মুযাকারা বিভাগ" এর অধিনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদান কৃত চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও হিকমত পূর্ণ বাণীর সুবাস দ্বারা সারা বিশ্বের মুসলমানকে সুবাসিত করার জন্য এ মাদানী মুযাকারার লিখিত পুস্তিকা ও মেমোরী কার্ড **(Memory Cards)** আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ পাক "মাদানী মুযাকারা বিভাগ"কে আরো বরকত দান করুক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাত ত্যাগ করা দুনিয়া ত্যাগ করার চেয়ে অধিক কঠিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল সম্পর্কে শুনেছি। মনে রাখবেন! জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমরা দুনিয়াবী বিষয়াদীতে ব্যস্ত রয়েছি কিন্তু আমাদের মধ্যে ও আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, অথচ তারাও পানাহার করেন আর আমরাও পানাহার করি, তাঁরা শয়ন করে আমরাও শয়ন করি এবং তাঁরাও বিবাহ করেন আমরাও বিবাহ করি। কিন্ত তাঁরা এসব কিছু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে করেন আর আমরা শুধু দুনিয়ার জন্য করি। তাঁদের এসব কাজ আখিরাতের কাজ ছিলো আর আমাদের এসব কাজ দুনিয়ার কাজ। মনে রাখবেন! এগুলো

দুনিয়াবী বিষয়াদী, দ্বীন থেকে পৃথক নয় কিন্তু এগুলোকে সবকিছু মনে করা এটা অবশ্যই দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী থেকে পৃথক হয়ে থাকে।

জান্নাতে কে যাবে?

আল্লাহ পাকের দয়ায় জান্নাতে সেই ব্যক্তি যাবে যে, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করেছে, যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে, যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় ভীতি থাকবে, যে ব্যক্তি রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসারী হবে, যে নেক আমল করবে, যার অন্তর সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ মুহাব্বাতে পূর্ণ থাকবে, যার কাছে আল্লাহ পাকের ওলীগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن সাথে বিশুদ্ধ আকিদা ও ভালোবাসা থাকবে, যে ব্যক্তি নিজের অঙ্গ সমূহকে গুনাহ থেকে বিরত রেখেছে, যে ব্যক্তি শরীয়াতের বিধান অনুসরণ করবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও বান্দার অধিকার আদায় করবে।

নামাযের গুরুত্ব

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ এর মধ্যে হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দৈনিক নামায আদায় করা। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه নামায একটি মহান ইবাদত ✶ জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল ✶ এটি একটি মুমিনের জন্য সর্বোত্তম আমল ✶ নূর ✶ দু’রাকাত নামায দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম ✶ আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় আমল ✶ প্রত্যেক সিজদার বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখে দেয়া হয় ✶ একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় আর একটি পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় ✶ গুনাহ ঝরে যায় ✶ নামাযীকে সম্পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।

নামায জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সে গুলো আদায় করলো এবং এর হককে সাধারণ মনে করে তা হতে কোনো কিছু বিনষ্ট করে না আল্লাহ পাকের দয়াময় দায়িত্ব যে, তার জন্য অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করে দিবেন এবং যে আদায় করেনি তার জন্য আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার নেই, চাই তাকে আযাব দিবেন চাই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন **(আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, ২/৮৯, হাদীস: ১৪২০)**

অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকল সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে, যতোবারই যাবে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন। **(মুসলিম, ২৪৩, হাদীস: ১৫৪৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ গড়ার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! ঘরে দ্বীনি পরিবেশ গড়ার মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি, (১) ইরশাদ হচ্ছে: নিজের ঘরকে কবর স্থান বানিও না, নিঃসন্দেহে যে ঘরের মধ্যে সূরা বাকারা তিলওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। **(মুসলিম ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮২৪)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ঘরের মধ্যে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় এবং যে ঘরের মধ্যে যিকির করা হয় না, তার উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। **(বুখারী ৪/২২০, হাদীস ৬৪০৭)** ✶ ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চ আওয়াজে সালাম প্রদান করা ✶ পিতা বা মাতাকে আসতে দেখে তাঁদের

সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া ✶ দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী বোন মায়ের হাতে ও পায়ে চুম্বন করবে ✶ পিতা মাতার সামনে আওয়াজকে ছোট রাখবে, তাঁদের চোখে কখনো চোখ রাখবেনা ✶ তাঁদের প্রদানকৃত কাজ সমূহ দ্রুত করে দিবে যা শরীয়াত বিরোধী নয় ✶ মা বরং (এবং বাইরে) এক দিনের বাচ্চাকেও আপনি বলে সম্বোধন করবে ✶ নিজের এলাকার মসজিদে ইশারের জামাআতের সময় থেকে শুরু করে দুই ঘন্টার মধ্যে শয়ন করা।

-: ঘোষণা :-

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللهِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)